চার্বাক দর্শনের সদর্থক ও নঞর্থক দিক

চার্বাক দর্শনের জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা বিষদে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব তাঁদের দর্শনের ইতিবাচক দিকের তুলনায় নেতিবাচক দেকের গুরুত্ব অনেক বেশী। প্রকৃতকথা হল ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় চার্বাকদের ঐ ঐ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের খণ্ডন বা সমালোচনা না করে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে পারেননা। যেহেতু ভারতীয় দর্শন তথা দার্শনিকদের রীতি বা বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে জেনে বুঝে তার গঠনমূলক সমালোচনা বা খণ্ডন করে তবে নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা। এর দ্বারা প্রতিপক্ষকে হেয় বা ছোট করা হয় না। বরং তাঁকে তথা তাঁর সিদ্ধান্তকে সম্মান বা গুরুত্ব দেওয়া হয়। যে বৈশিষ্ট্য কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শন তথা দার্শনিকদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

চার্বাক দর্শন পুরোপুরি দাঁড়িয়ে আছে তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের ওপর। তাঁরা জড়বাদী দার্শনিক সম্প্রদায়। একমাত্র প্রত্যক্ষেরই প্রামাণ্য তাঁরা স্বীকার করেন।

অন্যান্য প্রমাণের প্রমাণ্য তাঁরা খন্ডন করেছেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তাদের অধিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যার যাবতীয় সিদ্ধান্ত। ভারতীয় দর্শন মূলত অধ্যাত্মবাদী দর্শন। যে মতবাদে জড় অতিরিক্ত অতীন্দ্রিয় বিষয় যথা আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক, কর্মফল ও মুক্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে অধিবিদ্যা বলা হয়। আর এই দিক থেকে কেবল আস্তিক ষড়বাদী দর্শন(ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত) নয়, নাস্তিক জৈন ও বৌদ্ধদর্শনকেও অধ্যাত্মবাদী দর্শন বলা হয়। কারণ, এই দুটি দর্শন সম্প্রদায়ও আত্মা, পরলোক এমনকি মুক্তির কথাও বলে থাকে। কিন্তু ব্যতিক্রম চার্বাক দর্শন।

এরা একাধারে বেদের প্রমাণ্যে বিশ্বাস করেন না, আবার অন্যদিকে জড়বাদীও বটে। এঁদের মতে, জগতের অন্তিম উপাদান জড় এবং স্থূল প্রত্যক্ষযোগ্য জড় চতুর্ভুত থেকে জগতের উৎপত্তি। জগতে অ-জড় বলে কোন কিছু নাই। দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই, ঈশ্বর, পরলোক, কর্মফল, মুক্তি - এসবের কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই, এমনকি পাপ-পুণ্য এবং তৎজনিত কর্মফলভোগও নাই। অতীন্দ্রিয় কোনকিছুই স্বীকার্য নয়। মৃত্যুর পর দেহ চতুর্ভূতে বিলীন হয়ে যায়। থাকে কেবল জড় চতুর্ভূত এবং তাদের প্রত্যক্ষযোগ্য অণু। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি চার্বাকরা ইতিবাচক মাত্র দুটি দিক - জড় চতুর্ভূত ও তাদের প্রত্যক্ষযোগ্য অণুকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু আর সবই নেতিবাচক দিক যা তারা অস্বীকার করেছেন।

চার্বাকদের এই যে সিদ্ধান্ত তার মূলে কিন্তু তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত। আমরা তাদের জ্ঞানতত্ত্বে দেখতে পাই সেখানেও তাদের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত অপেক্ষা নেতিবাচক সিদ্ধান্তই বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। ভারতীয় দর্শনে দেখা যায় চার্বাক বাদ দিয়ে আর সকল ভারতীয় প্রায় সকল দার্শনিক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দকে প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায়রূপে স্বীকার করেছেন। চার্বাকমতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ নয়, শব্দ ও প্রমাণ হতে পারে না। বেদবাক্যও নির্ভরযোগ্য নয়। উপমানও প্রমাণ পদবাচ্য নয়। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপন্ন সম্যক অপরোক্ষ অনুভব হল প্রত্যক্ষ। রূপ, রসাদি বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হয় বাহ্য ইন্দ্রিয় চক্ষুরাদির দ্বারা এবং মনের দ্বারা সুখ, দুঃখাদির জ্ঞান হয়। অনুমান ইত্যাদি প্রমাণের মূলীভূত প্রমাণরূপে চার্বাকগণ প্রত্যক্ষকেই স্বীকার করেন।

অনুমান প্রমাণ নয়। অনুমান পুরোপুরি ব্যাপ্তিজ্ঞান নির্ভর। হেতু ও সাধ্যের নিয়ত অব্যভিচারী অনৌপাধিক সম্পর্কের জ্ঞানকে ব্যাপ্তিজ্ঞান বলে। যেখানে হেতু সেখানে সাধ্য, আবার যেখানে সাধ্য নাই সেখানে হেতুও নাই। এমন কোন ক্ষেত্র পাওয়া যাবে না যেখানে হেতু আছে অথচ সাধ্য নাই। এরূপ নিঃসন্দিগ্ধ ব্যাপ্তিজ্ঞান হলে তবে অনুমান সুনিশ্চিত হয়। এখন অনুমানের বিরুদ্ধে চার্বাকদের অভিযোগ মূলত এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিরুদ্ধে। ব্যাপ্তিজ্ঞান অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের ত্রৈকালিক সহচার সম্বন্ধের জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সম্ভব নয়।

চার্বাক জ্ঞানতত্ত্বের অপর একটি নেতিবাচক দিক হল শব্দের প্রমাণ্য খণ্ডন। ‘শব্দ’ অর্থাৎ আপ্ত বা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বাক্য। কিন্তু কোন ব্যক্তি আপ্ত কিনা তা জানতে হয় অনুমানের দ্বারা অর্থাৎ তার চাল-চলন, কথা-বার্তা, হাব-ভাব ইত্যাদির দ্বারা। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা তা জানা সম্ভব নয়। কিন্তু যে অনুমান প্রমাণ কিনা তা এখনও বিতর্কের বিষয়, তার দ্বারা কিভাবে আপ্তত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে ? আর তাই অনুমান যখন প্রমাণ নয়, তখন অনুমান নির্ভর শব্দও প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে না।

আবার চার্বাকগণ বেদ বা শ্রুতিবাক্যকেও প্রমাণ বলেন না। তাঁদের মতে বেদ অপৌরুষেয় নয়। কতিপয় ভণ্ড, ধূর্ত লোকেদের দ্বারা বেদ রচিত হয়েছে, যাদের কাজ হল সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করা। এছাড়াও আরও নানান যুক্তি দেখিয়ে চার্বাকগণ বেদের প্রামাণ্য খণ্ডন করেন।

এর থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে চার্বাকদের নেতিবাচক সিদ্ধান্ত তাঁদের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত অপেক্ষা বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। চার্বাকদের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত কেবল একটিই - প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য স্বীকার। আর বাকি সকল নেতিবাচক দিক অর্থাৎ অনুমান, শব্দ, উপমান ইত্যাদির প্রামাণ্য খণ্ডন। এবার ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় যাঁরা অনুমান, শব্দ, উপমান ইত্যাদি প্রমাণ স্বীকার করেন, তাঁরা চার্বাকদের এই সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত খণ্ডন না করে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। ফলে এই দিক থেকে নেতিবাচক দিকেরই গুরুত্ব বেশী।

আমরা আগেই দেখেছি চার্বাকদের অধিবিদ্যা তাদের জ্ঞানবিদ্যার অনিবার্য পরিণতি। এই অধিবিদ্যক আলোচনায় চার্বাকগণ অধ্যাত্মবাদ খণ্ডন করে জড়বাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ ইত্যাদি মানেন না। এই সব না মানার কারণ হল প্রত্যক্ষের একমাত্র প্রামাণ্য স্বীকার করা। আর যেহেতু এগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণে ধরা দেয় না, তাই এগুলিকে অস্বীকার করা। চার্বাকমতে, জড় ভূতচতুষ্টয়ের সংমিশ্রণে আকস্মিকভাবে বা যদৃচ্ছভাবে এই জগতে সৃষ্টি। এর জন্য কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজনীয়তা এঁরা স্বীকার করেন না।

দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার না করে এঁরা দেহাত্মবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এঁদের মতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। দেহ বিনষ্ট হলে চৈতন্যও বিনষ্ট হয়। চতুর্ভূত থেকে জাত দেহ চতুর্ভূতে বিলীন হয়ে যায়। অধিবিদ্যাতে এই একটিমাত্র ইতিবাচক দিক। আর বাকি সকল অর্থাৎ ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, নরক, পরলোক, পরজন্ম, কর্মফল প্রভৃতি অস্বীকার করা ইত্যাদি নেতিবাচক দিক। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় যারা এই সকল বিষয় স্বীকার করেন বা মানেন, তাঁরা চার্বাকদের এই সিদ্ধান্তগুলি খন্ডন না করলে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। ফলে এদিক থেকেও চার্বাকদের নেতিবাচক দিকের গুরুত্ব বেশী।

চার্বাকদের জ্ঞানতত্ত্বের প্রভাব নীতিতত্ত্বেও লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের নীতিতত্ত্বের মূলকথা হল, ‘যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ’ - অর্থাৎ যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচ, খাও-দাও, ফূর্তি কর। আনন্দ কর। প্রয়োজন হলে ঋণ করেও সুখী হওয়ার চেষ্টা করবে। ভবিষ্যতের অনেকখানি সুখের আশায় বর্তমান প্রাপ্ত সুখ তা যত কিঞ্চিতকর হোক না কেন পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ভারতীয় দর্শনে যাঁরা মোক্ষবাদী তাঁরা চতুবর্গ পুরুষার্থ - ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উল্লেখ করে মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ হিসাবে স্বীকার করেন। মোক্ষ হল দেহ বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি অর্থাৎ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি।

কিন্তু চার্বাকগণ মোক্ষ ইত্যাদি মানেন না। যেহেতু দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব নাই। এঁদের মতে জীবের কাছে ইহলোকই সব। চতুবর্গ পুরুষার্থের মধ্যে চার্বাকগণ কেবল কামকে পরম পুরুষার্থ এবং এই কামকে চরিতার্থ করার জন্য অর্থকে গৌণ পুরুষার্থ হিসাবে স্বীকার করেন। চার্বাক নীতিতত্ত্বের ইতিবাচক দিক হল ইন্দ্রিয় সুখ অর্থাৎ কামকে পরম পুরুষার্থ হিসাবে স্বীকার করা। বাকি ধর্ম, অর্থ ও মোক্ষকে অস্বীকার করা। এগুলি সবই তাঁদের দর্শনের নেতিবাচক দিক। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় যাঁরা চার্বাকদের নেতিবাচক দিকগুলি স্বীকার করেন, তাঁরা চার্বাকদের এই সিদ্ধান্তগুলির খণ্ডন নাকরে তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। ফলে নীতিতত্ত্বের নেতিবাচক দিকের গুরুত্ব যে অনেক বেশী তা উক্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়।